কেরাণী পুরাণ

আদিপর্ব্ব-পূর্ব্বাভাস।

নারদ ঋষির একদিন মনে হইল যে অনেক দিন হ'ল পিতামহের সঙ্গে দেখা হয় নাই, একবার দেখা করে আসা যাক্। নামাবলি খানি কাঁদে ফেলে বীণাযন্ত্র হাতে করে ঢেঁকির উপর সোয়ার হয়ে মূহুর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মলোকে গিয়া উপস্থিত। কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করে তাঁহার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মা কতকগুলি কাগজ পত্র লয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি নারদকে আদর করে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে বসিতে আসন দিলেন, আর কাগজ পত্র গুছাইয়া রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। "নারদ! ভায়া তোমায় অনেক দিন দেখিনি, কেমন আছ, কি কর্‌চো. বল দেখি?' "কি আর করবো, আপনি আমাকে যে দুটি কাজ দিয়াছিলেন, তার এখন একটাও কাজে লাগে না; মর্ত্ত্যলোকে সংবাদপত্র সম্পাদক আর বক্তা বলে দুই রকম জীব জন্মেচে, তাহারাই এখন 'বিবাদ বিধান' কাজটা আমার হাত থেকে নিয়েচে, আর হরিগুণ গান শুনিবার

লোক প্রায় নেই বলিলেই হইল; যে কয়জন লোকের অল্প অল্প মন আছে তাহারা আমার কাছে আসে না, থিয়েটারে গেলেই তাহাদের অভাব মিটে; আমার নিকট হরিনাম শুনিলে সংসারের সঙ্গে গোল বেধে যায়, সকল রকম বিলাসের মাথায় লাঠি পড়ে, এবং অহঙ্কার চূর্ণ হয়। থিয়েটারে সে বিপদ নাই, সুতরাং লোকে সেইখানেই যায়। কখন কদাচ দু একটা লোক আমার কাছে আসে তাদেরই শুনাই, আর নিজে পড়ে পড়ে জপ আর গান করি, এই করেই দিন কাটিতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন, দেখ নারদ, তুমি ও কিছু মনে করো না, সময়ে সময়ে অমন হয়ে থাকে, আবার সত্যযুগ আসবে, আবার তোমার আদর হবে। আপাততঃ তোমায় একটী কাজের ভার দিতেছি।, সেইটী করে এস দেখি; জীবের অনেক উপকার হবে; আর তোমারও কাজের অনেক সুবিধা হবে। সংসারী জীবের বড় অন্নকষ্ট থাকলে তাহার ধর্ম্ম কর্ম্মের দিকে তত মন গেলেও কাজে কিছু করিতে পারে না; অন্ন চেষ্টাতেই দিন রাত যায়। শুন নারদ, অনেক কাল হ'ল, এক দিন আমার বাহন হংসরাজ আমার কাছে এত্তলা করে, যে, কেরাণী বলে এক প্রকার নূতন জাত জন্মেচে তাহারা তাহার (হংসের) পরিবারবর্গের ডানা ছিড়ে নিয়ে কলম করে, তাহাতে হংস জাতির মধ্যে বড় কষ্ট উপস্থিত হয়েচে। এই কথা শুনে আমার বড় রাগ হল, অভিসম্পাত করে বলিলাম এই অত্যাচারের জন্য কেরাণীর ঘরে লক্ষ্মী থাকবে না। এই রেজোলিউসন (মন্তব্য) স্থির করিলাম এবং তাহার এস কাপি বিষ্ণুর নিকট পাঠালাম এবং তাহা বাহাল হইল। সংপ্রতি

পালন বিভাগের সম্পাদক এক প্রকাণ্ড "নোট" লিখে বিষ্ণুর কাছে পেস করেন. তিনি তার কাপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং রেজোলিউসনটী 'রিভিউ' করতে আমাকে অনুরোধ করেচেন। "নোট" পাঠে জানলেম যে কেরাণীদের পালন করতে লক্ষ্মী দেবীর কষ্ট হয়, তিনি আমার অনুরোধে তাহাদের ঘরেও থাকিতে পারেন না, অথচ তাঁহার কোমল হৃদয় তাহাদের পালন না করিয়া থাকিতে পারে না। এবং নোটে ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে "যে অপরাধের জন্য আমি দণ্ড দিয়াছিলাম কেরাণীরা এখন সে অপরাধে অপরাধী নয়, তাহারা এখন "ষ্টীল পেনে" লেখে হাঁসের পালক ব্যবহার করে না। এখানকার 'ডেসপেচ' এবং পূর্ব্বকার নথি পাঠ করে আমার স্পষ্ট বোধ হয়েচে যে কেরাণীদের আমার সাবেক দণ্ড ভোগ করা আর উচিৎ নয়, কেরাণীদের পূর্ব্ব পাতক কাটাইবার জন্য আমি একখানি পুরাণ রচনা করাইব। সেই পুরাণ মূল্য দিয়া ক্রয় করে, ভক্তি পূর্ব্বক যে পাঠ করিবে, তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবে, তাহাদের আর দুঃখ থাকিবে না। সেই পুরাণের মূল শ্লোক কটী তোমার কাণে কাণে বলে দিতেছি, তুমি মর্ত্তলোকে গিয়া সেই শ্লোক কটীর মর্ম্ম কেরাণী তারণ শর্ম্মাকে বুঝাইয়া দিয়া এস : তাহা হইলেই সে গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবে। নারদের কাণে কাণে শ্লোক বলে দেওয়া হলে তিনি ব্রহ্মাকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করে বিদায় লইলেন।

আদিপর্ব্ব।

—:o:—

বেলা ৯টা ১০টার সময় নানান্ রকমের পোষাক পরা ট্রাম-কারে, গাড়িতে, বা পদব্রজে দক্ষিণ দিকে ব্যস্ত হইয়া চলিতেছেন, এঁরা কে? কাহার ধুতি চাপকান পরা, কাহার ধুতি কোট, কাহার পেন্টালুন চাপকান, কাহার বা পেন্টালুন কোট; কাহার মাথায় ক্যাপ আছে কাহার বা খোলা মাথা; কাহার ঘড়ি ও সেকেন্ডটি চেন। পোষাক পরিস্কার, জুতা গুলি মন্দ নয়, চুল বেশ ফেরাণ, চেহারা ভদ্র লোকের মতন, কোমল দেহ এবং বোধ হয় কোমল প্রকৃতি। উহাদের নাম কেরাণী। কেরাণী? ঈ (ী) হইল কেন? ঈ স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। হাঁ হাঁ কারণ আছে, স্ত্রীজাতির সঙ্গে উহাদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। নারীর ন্যায় উহাদের শরীর কোমল এবং অপটু; বাজার হাটের সংবাদ বড় রাখেন না, গৃহের বাহিরে যাইতে ভাল বাসেন না, বিদেশে গিয়া অবস্থা উন্নত করাতে মত নাই। কোন হাঙ্গামের মধ্যে নাই; নির্ব্বিরোধে কোন ক্রমে কাল যাপন করা জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের মতন ভীরু স্বভাব, পাছে সাহেব বিরক্ত হন সর্ব্বদা এই ভয়; ব্যবসায় করিলে পাছে ক্ষতি হয়, শিল্প শিখিলে পাছে লোকে নিন্দা করে, চাষ করিলে পাছে "কোমলাঙ্গে" সূর্য্যের করস্পর্শ হয়, এই সকল ভয়েই তাঁহারা আকুল। সকলকেই ভয় করেন, কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য ও ঋণকে ভয় করেন না। সতী যেমন পতিকে কখন পরি-

ত্যাগ করেন না, নানা প্রকার অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়াও পতিতেই রত থাকেন, কেরাণীও যতই ক্লেশ কষ্ট পান না কেন, প্রাণের কেরাণীগিরি ছাড়েন না; দারিদ্রে হাড় মাটি, অন্নাভাবে আপনার ও পরিবারের জীবিকায়; সন্তানের বিদ্যোপার্জ্জনের বন্দোবস্ত হয় না; রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ পাওয়া ভার, ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়াত এক প্রকার অসম্ভব; তবু ও আপনাদের প্রাণসর্ব্বস্ব জীবিতেশ্বর কেরাণীগিরি ছাড়িয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করেন না; এবং প্রাণান্তেও অপরকে বিধি দেন না। নারীর ন্যায় কেরাণীর সরল স্বভাব—উকীল বাবুর মতন "হয়"কে "নয়" এবং "নয়"কে "হয়" করিতে জানেন না। জমিদার মহাশয়ের মতন মামলা মকদ্দমা করিতে পারেন না। ব্যবসায়ী লোকদের মতন এক প্রকার দ্রব্যের দর করিয়া অন্য প্রকার দ্রব্য চালাইতে ইচ্ছা রাখেন না। চাতুরী এবং বুদ্ধি কৌশলে আপনার উন্নতি সাধন করা কেরাণীর ধর্ম্ম নয়; "কৃতবিদ্য অতি উন্নতশীল" সুবাদের মত স্বেচ্ছাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের মতন বাক্যুদ্ধে দেশে আগুন জ্বালাইতে পারেন না। এই সকল কারণেই "কেরাণী" লিখিতে হইলে ঈ ব্যবহার করিতে হয়।

কেরাণী লিখিতে গেলে ঈ (ী) লিখিতে হইবার কারণ বিশদরূপে বলিলাম। এখন "কেরাণী" নাম কেন হইল, প্রকাশ করিয়া বলি শুন। কে রাণী, ইঁহারা জানেন না বলিয়া ইঁহাদের নাম কেরাণী। রাণীর রাজ্যে বাস করেন, এবং তাঁহারি রাজ্যে পেটে মরেন, কিন্তু পরস্পরে জানা শুনা নাই। গবর্ণমেণ্ট আপিসে অনেকে ভাল কাজ করে থাকেন, এবং উচ্চ বেতনও পান, এবং

অনেক গুরুতর বিষয় উঁহাদেরই "নোট" এবং পরামর্শে মীমাংসা হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা রাণীর কাণে উঠে না, এবং তাহার জন্য জন সমাজের কাছেও কোন প্রশংসা নাই। ভুল হইলে তিরস্কার আছে এবং মারা পড়িতে তিনিই আগে মারা পড়েন,—যদিও তাঁহার কাজ তাঁহার উপরওয়ালা সাহেব বাহাদুরের হাত দিয়া যায় ; কিন্তু গৌরব সাহেবের এবং নিন্দা তাঁহার। সেক্রেটেরিয়েট আপিসের কেরাণী বাবুই মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সব-জজ প্রভৃতির কার্য্য সমালোচনা করে মন্তব্য লেখেন ; এবং তাহার উপরে "বাহাদুরেদের" পদোন্নতি অনেকটা নির্ভর করে ; কিন্তু হুজুরেরা কেরাণীকে অতি হীন বলিয়া জানেন, এবং কাছে বসিতে দিতেও বড় ভাল বাসেন না। রাণী যদি কেরাণীকে জানিতেন, ও কেরাণী যদি রাণীকে জানিতেন, এবং কেরাণী যদি রাণীকে কোন কথা জানাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কি, তাহার এরূপ দুর্দ্দশা হইত ?

রাণী নারীশ্রেষ্ঠ ; লক্ষ্মীও নারীশ্রেষ্ঠ। তাই রাণী শব্দ লক্ষ্মী অর্থে আমার অভিধান অনুসারে ব্যবহার হয়। লক্ষ্মীকে কেরাণীরা চেনেন না বলিয়া তাঁহাদের নাম "কেরাণী" হইয়াছে। লক্ষ্মী কেরাণীর বাটী আসেন ; কিন্তু প্রায় তিন দিনের অধিক তার থাকিতে স্থান পান না। নানা প্রকার উপায়ে কেরাণী লক্ষ্মীকে তাড়াইয়া দেন। যে কয়েকদিন লক্ষ্মী বাটীতে থাকেন, কষ্ট ও ঝনঝটের সীমা নাই। মেলাই লোকের যাতায়াত এবং গোলমাল। কেরাণী শান্তিপ্রিয় ; তাই লক্ষ্মীকে বাটীতে স্থান দেন না। তবে ইহার চলে কিসে ? লক্ষ্মী পরম করুণাময়ী ; তাই দয়া করে তিন-

দিনের পর যাইবার সময় তাঁহার সন্তাত ভগ্নী ঋণদেবীকে কেরাণীর বাটীতে রাখিয়া যান। এই ঋণদেবীই কেরাণীর পরম বন্ধু; ইহাঁর প্রসাদে কেরাণীর খাওয়া পরা চিকিৎসা চলে; সন্তানদের লেখা পড়া শেখান, বিবাহ দেওয়া, স্ত্রীর গহনা ইত্যাদি সকল লেন দেন নগদ হয় না। কেবল "যৌতুক" আর পূজার "প্রণামীটা" নগদ দিতে হয়; এইটা বিষয় যাহাতে ঋণদেবী হস্তে লন, ইহার জন্য অনেকে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হন নাই। ঋণদেবী কেরাণীকে সকল দেন বটে, কিন্তু উনুন্তে নুনো লাগান। সে যাহা হউক ঋণদেবীর কোলে কেরাণীর বাস; এমন কি দেবী কখন কখন গৃহ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করে দেন, তাহা কিন্তু কেরাণীর সন্তানেরা প্রায় ভোগ করিতে পায় না।

আফিস-পর্ব্ব।

—○○○—

কেরাণী তিন প্রকার। কুলীন, মৌলিক এবং বংশজ। কুলীন ২০০ হইতে ৪০০, বংশজ ১০০ হইতে ২০০, এবং মৌলিক ৩০ হইতে ১০০ টাকা বেতন পান। ৩০ টাকার নীচে যাঁহারা পান তাঁহারা পচা মৌলিক এবং ৪০০ টাকার উপর যাঁহারা পান

তাঁহারা মুখ্য কুলীন। বিদ্যা কিম্বা বুদ্ধি অনুসারে পদোন্নতি প্রায় হয় না। কিঞ্চিৎ কার্য্যদক্ষতা, সেলাম, তৈল, ভেট, পরনিন্দা, উপর চালাকী এবং সাহেবের "নেক নজরের" উপরেই পদোন্নতি নির্ভর করে। সকল শ্রেণীর কেরাণীর মধ্যেই বিদ্বান এবং মূর্খ উভয়েরই দর্শন পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত এবং সাবেক কলেজের বৃত্তিধারী দুদশ জনকেও কেরাণীদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের ভিতর সংবাদপত্রলেখক, সমালোচক, বক্তা, এবং গ্রন্থকার দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ কেরাণী মা সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ করিয়া আফিসে প্রবেশ করেন। অধমতারণ কেরাণীগিরি না থাকিলে তাঁহাদের যে কি দশা হইত, তাহা কে বলিতে পারে? "পচা আদার ঝাল বড়", সরস্বতীত্যাগী কেরাণী মহাশয়দের বড় জাঁক। কেহ ভাল নকল করিতে পারেন, কেহ বা ঠিক দিতে পারেন, কেহ বা হিসাব করিতে পারেন, কেহ বা কোন্ কাগজ কোথায় থাকে মনে করিয়া রাখিতে পারেন, কাহার বা নিয়মাবলী মুখস্থ থাকে, এই সকলের অহঙ্কারে কেরাণী আর বাঁচেন না। প্রত্যেকেই আপনাকে বড় কাজের লোক মনে করেন এবং এই উপলক্ষ করিয়া অনেক সময় তুমুল বিবাদ লাগাইয়া দেন। এমন কি অশ্রাব্য এবং অবক্তব্য কথার আদান প্রদান হইয়া থাকে। অহঙ্কার! তুমি ধন্য, তোমার কি অসীম মহিমা? দরিদ্রকে ধনী মনে করাও, কুৎসিতকে সুন্দর মনে করাও এবং মূর্খকে পণ্ডিতাভিমানী করিতে পার! কেরাণীদের প্রায় বিবাদ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বালকের ঝগড়ার মতন মনে থাকে না। এই মাত্র বিষম কলহ করিলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই গলাগলি ভাব। ইহাদের আলাপ

পেত্নীর হাতের শাঁখার মতন কখন আছে কখন নেই, কিছু বুঝা যায় না। ইঁহারা বড় গল্পপ্রিয়, কাজ করিতে করিতে নানান্ প্রকার গল্প করেন, কিন্তু হাত বড় কামাই যায় না। মুখে গল্প, হাতে কাজ ; এইটী কেরাণীর বিশেষ গুণ। গল্পের বাঁধাবাঁধী কিম্বা কোন যোগাযোগ নাই ; সাময়িক হুজগ, পরনিন্দা আর আহারের গল্পই সাধারণত হইয়া থাকে। গল্প করিতে করিতে গর্মীও চড়ে যায় এবং গালি ও চেঁচাচেঁচিও হয়। এমন কি অনেক সময় অধ্যক্ষ সাহেবের বজ্রধ্বনি না শুনিলে গোলযোগ নিবারণ হয় না।

বিদ্যাশূন্য কেরাণী যদি "হেডরাইটর" হন, তাহা হইলে তাঁহার অধীনস্থ কেরাণীদিগের ঘোর বিপদ। বড় বাবুর মুখ দিয়া কত কি বাহির হয়, গলার স্বর কাঁসার মত খন্ খন্ করে। "ভাল করিতে পারিব না মন্দ করিব, কি দিবি তা বল ?" উপকার করিবার ক্ষমতা নাই কিন্তু অপকার করিতে বড় পটু ; কোন নূতন প্রকার কার্য্য বুঝাইতে পারেন না, ধমক দিয়াই সারেন এবং আপনার ভুল পরের মাথায় চাপাইতে পারিলে ছাড়েন না ; পাছে তাঁহার "সিদে ভুজ্জির" ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে সুশিক্ষিত যুবাকে আফিসে প্রবেশ করিতে দিতে বড় নারাজ ; "বন দেশে শিয়াল রাজা" হইয়া থাকিতে তাঁহার বড় চেষ্টা।

সুশিক্ষিত কেরাণীদের আচার ব্যবহার ও রুচি অন্য প্রকার। অশ্রাব্য কথা তাঁহাদের মুখে শুনা যায় না, আপিসে কলহ করেন না এবং গল্প করিবার সময় কোন সামাজিক বিষয় লইয়া মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে কোন না কোন প্রকাশ্য সভার সভ্য এবং সেই সভার কার্য্যে আপনাদের

কতক সময় ও চিন্তা দিয়া থাকেন। জ্ঞান লাভ করিতেও বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, সাবকাশ পাইলেই লেখা পড়া করিয়া থাকেন। নদের সকলেই পণ্ডিত নয়, সুশিক্ষিত কেরাণীর মধ্যে সকলেই যে সচ্চরিত্র, তাহা নহে। ইহাঁদের ভিতর শয়তানের প্রিয় চেলাও আছে। তাঁহারা সুরেশ্বরী ও বারাঙ্গনা দেবীর পূজাতে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া থাকেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান্; স্ত্রী পুত্র পথের ভিখারী হয়।

কেরাণীর স্বাস্থ্য মন্দ নয়, আহার বিহারের আতিশয্যের অভাব এবং নিয়মিত সময়ে আহার এবং নিদ্রা এবং পরিমিত পরিশ্রম কেরাণীর স্বাস্থ্যের মূল কারণ। কেরাণীর ভাবনা চিন্তা কম এবং মস্তিষ্কের পরিশ্রম অধিক নয় এই গুলিই তাঁহার স্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ, কেরাণীর মধ্যে অনেক বৃদ্ধ লোক দেখা যায় এবং তাঁহারা এমন সবল যে সামান্য পীড়া হইলেও না খাইয়াই দুই তিন দিন অনায়াসে কার্য্য করেন, কিন্তু যুবা কেরাণীদের ভিতর এরূপ লোক অতি বিরল। "সিডেনটারি হ্যাবিট" অর্থাৎ দৌড় ঝাপ ক'রে না বেড়ান পরমায়ু ক্ষয় এবং স্বাস্থ্য হানির একটী কারণ বলিয়া সাহেবেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। একথা ইউরোপে সত্য হইতে পারে কিন্তু এদেশে এইটী যে খাটেনা কেরাণীর জীবন তাহার প্রমাণ, আমাদের মহিলাগণ যেরূপ করিয়া কাল কাটান, তাঁহাদের ত ইংরাজের মতে সদ্যই যমের বাটী যাওয়া উচিত। ঘরের বাহিরে বাহির হন না, চলা ফেরা নাই কেবল বদ্ধ বায়ুতে ও বদ্ধ স্থানে চিরদিন বাস, কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকের মত বিশেষতঃ আমাদের বিধবাদের মতন কে সুস্থ এবং দীর্ঘজীবি?

আমাদের প্রাচীন যোগীদের মতে যতই অঙ্গ চালনা কম ততই আয়ুবৃদ্ধির ও স্বাস্থ্যের অধিক সম্ভাবনা, "বাঁশ মরে ফুলে আর মানুষ মরে বুলে" এই যে চলন কথাটী আছে ইহার মূলে বিলক্ষণ সত্য আছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অল্প পরিশ্রম ও শৈত্য সামগ্রী ভোজন করিলে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে না বাহির হইলেই শরীর ভাল থাকে। যাঁহারা মদ মাংস সেবন করেন এবং ইংরেজী চালে চলেন তাঁহাদের স্বাস্থ্য প্রায়ই ভাল থাকে না। সাধারণ ভাবে কেরাণীর স্বাস্থ্য ভাল কিন্তু গোটা কত পীড়া আছে যাহা কেরাণীর প্রায় এক চেটে; অর্শ, নাসা ও অম্বলের রোগ কেরাণীর ভিতর অনেক দেখা যায়। কিন্তু অম্বল রোগ কেরাণীগিরির দোষে জন্মে না তাহা আফিসের ময়রা মহাশয়ের অনুগ্রহেই জন্মে থাকে। যদিও কেরাণীর মধ্যে অনেকেরই অর্থ কষ্ট কিন্তু এই অনাটনই অধিক পরিমাণে তাহার ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকে। বিধাতার কি আশ্চর্য্য করুণা ও কৌশল! তিনি দুঃখকেও সুখের কারণে পরিণত করেন। যতই অর্থের স্বচ্ছলতা ততই ভোগ বিলাস ও নানা প্রকার ইন্দ্রিয় সুখের কামনা এবং যতই অধিক ভোগ ততই শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের হানি হয়।

গৃহপর্ব্ব।

সাধারণতঃ কেরাণীদের মধ্যে পানদোষ অল্প। "ছাই পায় না মুড়কি জলপান" অধিকাংশ কেরাণীর খাওয়া পরা চলে না আবার মদ খাবে! "হের্ ফের্" ঘোচে না; শীতবস্ত্র গ্রীষ্মকালে, আর গ্রীষ্মবস্ত্র শীতকালে অনেক সময় অনেককে পরিতে হয়। পূজার কাপড়ের দেনা সংবৎসরে আর মেয়ের বিবাহের দেনা সমস্ত জীবনে শোধ হয় না; এ অবস্থায় কি মদ চলিতে পারে? পাছে আফিসে সময়ে পৌছিতে না পারেন এবং কামাই হয় এই ভয়েতেও অনেকটা ভাল থাকিতে হয়। অর্থকষ্ট সংসারে বড় মন্দ নয়। যদিও কিছু কষ্ট হয় কিন্তু ইহার প্রসাদে অনেকের চরিত্র ভাল থাকে। যতই ভোগ এবং বিলাসের সুযোগ ততই চরিত্র মন্দ হইবার সম্ভাবনা। ধনী লোকদের ভিতর অসচ্চরিত্র লোক অধিক, না গরিব লোকদের ভিতর? গরিব লোক সমস্ত দিবস খেটেখুটে ক্লান্ত হয়, রাত্রি ৮ টা না বাজিতে বাজিতেই ঘুমাইতে পারিলে বাঁচে. মদ পান করিয়া নিশাচর হইবার প্রবৃত্তিও থাকে না, শক্তিও থাকে না।

কুলীন এবং বংশজ কেরাণীদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। সংসারে টানাটানি নাই ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া অনায়াসে হয়, জীবন এক প্রকার নির্ব্বিরোধে এবং সুখে কাটে, কেহ

কেহ গাড়ি ঘোড়াও চাপিতে পারেন এবং মৃত্যুকালে কিঞ্চিৎ সংস্থান রাখিয়াও যান। উচ্চ বেতনের কেরাণীর অপেক্ষা অতি অল্প লোকই সুখী ও স্বচ্ছন্দ; দিবসে এমন কোন কার্য্য করা আবশ্যক হয় না যে রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। ব্যবসায়ী বা বেনিয়ান বাবুর মতন এক জনের পাগড়ি অপরের মাথায় দিয়া ভেবে মরিতে হয় না। টাকা অধিক আনেন না বটে, কিন্তু আরামে ও নির্ভাবনায় কাল কাটিয়া যায়। এই রূপ কেরাণীর সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ কেরাণীই টানাটানির মহলে বাস করেন এবং ঋণদেবীর অধীনস্থ। ঢাকের বাজনা যেমন একে বারে দুই দিক্ বাজে না, সেইরূপ কেরাণীর দুই দিক্ একেবারে চলে না। যে মাসে আহার সেই মাসেই পরিধান হইবার সম্ভাবনা নাই। কেরাণীর ঘরে দুই সীমা যে মিলাইয়া দিতে পারে সেই ধন্য, তাহাকে বলি পাকা অর্থমন্ত্রী (ফিনান-সিয়ার)। রাজভাণ্ডারের অনাটন নিবারণ করাত কঠিন নয়, রাজকর বা মাদক দ্রব্যের মাহুল বৃদ্ধি করিয়া দিলেই হয়; কিন্তু ঋণ না করিয়া কেরাণীর অকুলান ঘুচাইতে পারে, এমন সুদক্ষ সুপণ্ডিত এবং সহৃদয় ব্যক্তি কোথায় আছে? যদি কেহ থাকেন তবে দয়া করিয়া বাহির হইয়া কেরাণীকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করুন। কেরাণী ঋণ করিয়া কষ্ট পান এবং কখন কখন তাঁহাকে জেলেও যাইতে হয়, কিন্তু কেন যে ঋণ হয় এবং কি প্রকারেই বা নিবারণ হয় সে বিষয় ভাবিবার কি কেহ আছেন? "ঋণ করা বড় দোষ বলিয়া" উপদেষ্টা ধর্ম্মডাক্ ডাকিয়া ক্ষান্ত পান; বক্তারা "পলিটিকস" লইয়া ব্যস্ত এবং সংবাদপত্র লেখক

উচ্চ উচ্চ বিষয় লইয়া থাকেন, কেরাণীর বিষয় ভাবিবার সময় নাই এবং বোধ হয় এরূপ ভাবনাকে নীচ মনে করেন। কোন কোন কারণে কেরাণীর অবস্থা মন্দ এবং তাহা নিবারণের উপায় কি, এ বিষয় ভাবিবারও লোক দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভদ্রলোক কেরাণী, ইহাদের অবস্থা উন্নত না করিতে পারিলে কেবল বড় বড় "বক্তৃমা" করিলেই কি দেশের অবস্থা উন্নত হইতে পারিবে? একা আমি আর কত ভাবিব! কেরাণীর "ভারায় মেনে সরায় শোধ"। অনেক বিষয় মাস কাবারের সময় করিবেন বলেন, কিন্তু প্রায়ই কিছুই হয় না; "দরিদ্রস্য মনোরথঃ" মনের ইচ্ছা মনেই মিলাইয়া যায়। কাপড়, জুতা, জামা, বিছানার চাদর, মসারী, ছেলের খেলনা, বাটী মেরামত, মেয়ের বাড়ী তত্ত্ব, সময়ের নূতন ফলমূল কত কি মাসকাবারের সময় কিনিবেন ও করিবেন বলেন, কিন্তু কাজে অতি অল্পই হইয়া থাকে। পাঁচ যোড়া কাপড়ের স্থানে এক যোড়া কেনা হয়, চাপকান করিব২ ক'রে তিন মাস কেটে যায়; জুতা না কিনে মেরামত করিয়া লন, ঘর মেরামত না করিয়া বাঁসের ঠেকো দিয়া সারেন, খেলানার বদলে মিষ্ট বা রুষ্ট কথা দিয়া ছেলে মেয়েকে থামান। মাস কাবারের সময় কেরাণীর বড় কষ্ট, ঘরে পরে গঞ্জনা। এদিকে স্ত্রী ধার করিয়া সংসার খরচ চালাইয়াছেন পরিশোধ করিতে হইবে, ও দিকে মুদী, গয়লা, ডাক্তারখানার বিলওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাকে দিতে হইবে, টাকা যুটে না, অথচ না দিলে খাওয়া পরা বন্ধ। এ ঘোর বিপদ হইতে কে উদ্ধার করিবেন? একমাস নয়, এক বৎসর নয়, চির জীবন এইরূপে কাটাইতে হয়।

ইহাদের উদ্ধারের উপায় কি হইবে না? মানুষ চুপ করিয়া থাকে থাক্ ভগবান কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবেন না; উপায় একদিন হইবেই হইবে।

ছোট কেরাণীর স্ত্রীর সুখ বড়! আহারের সময় প্রায়ই ব্যঞ্জন পান না, শুদ্ধ গরস ঠেলে ঠেলে বুড় আঙ্গুলের নথ খোয়ে যায়; তরকারি যাহা রন্ধন হয় প্রায় স্বামী ও সন্তানগণকে খাওয়াইতে ফুরাইয়া যায়, নিজের ভাগে বড় কিছু পড়ে না। পরিধানের সুখও ঐরূপ, প্রতি ধোপে দুই কি তিন খানা কাপড় পরেন, তা ধোপা মহাশয়ের দৌরাত্ম্যে পরিষ্কার কাপড় পরা প্রায়ই হয়ে উঠে না; কাপড়ে হলুদ, তেল, দুধ, ওমাটির দাগ্ প্রায়ই দেখা যায় এবং বিলক্ষণ গন্ধও বাহির হয়, চুল বেঁধে এবং আল্তা পরে কোন রকমে নিজ শ্রী বজায় রাখেন। কাজের সীমা নাই, চাকরাণী হইয়া পাট করেন, রাঁধুনী হয়ে রন্ধন করেন, মেথরাণী হইয়া ছেলের ময়লা পরিষ্কার করেন, গৃহিণী হইয়া ভাণ্ডার রক্ষা করেন, গুর্ব্বী হইয়া লোকলৌকতার বিষয় স্বামীকে উপদেশ দেন, পরিচালিকা হইয়া তাঁহাকে চালান এবং প্রণয়িণী হইয়া পতির দুঃখীদারিদ্র প্রপীড়িত ও সাহেবের তাড়নায় জর্জ্জরিত হৃদয়কে সান্তনা দান করেন। এর উপর আবার ছেলের কাঁথা, পুরাণ কাপড়ের বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড় সেলাই করিতে হয় এবং মশারিতে কাপড়ে ও জামাতে তালি দিতে হয়। ঝির সঙ্গে বকাবকী, শাশুড়ী ননদের সঙ্গে ঝগড়া এবং সংসারের খরচ লইয়া স্বামীর সঙ্গে লড়াই করিতে হয়। স্বামীর জীবিত অবস্থায়ত এই দশা তাঁহার মৃত্যুর পর যে কি হয়, তাহা

বলিতে গেলে চোখে জল আসে। চিরবিরোধ ও আদাআদির পাত্রী জা আর ভাজের পদানত হইয়া কোন ক্রমে চোখের জলে ও নাকের জলে কাল কাটাইতে হয়। ভাজ এবং ভায়ের খোসা-মোদ করে ভাত খাওয়া যে কি কষ্টকর, যে খায় সেই জানে; অন্যে কি বুঝিতে পারে? ছোট কেরাণীর স্ত্রীর অবস্থাত এই। তাঁহার ঘরের শ্রী কেমন? অনেকের ত বৈঠকখানা নাই, সদর দরজায় হুঁকা হাতে করে আসিয়া বন্ধু বান্ধবের এবং পাওনাদারের সঙ্গে কথা কহিয়া সারেন। কাহার কাহার বাহিরে ঘর আছে, ঘরটী সাজান বড় চমৎকার। একখানা তক্তপোষের উপর একটা মাঁদুর পাতা, দুইটা কেঠো হুকা, কেঠো দের্‌কো কিম্বা বোতলের উপর প্রদীপ, ঘরের কোণে তামাকের গুল জড় করা, দেয়ালের চুণকাম ভাঙ্গা এবং জানালায় হয়তো এক আধ খানা কপাট নাই। ভিতর বাটী "তথৈবচ"; ছাদ দিয়া প্রায় জল পড়ে, কড়ির নীচে বাঁশের ঠেকো এবং দেয়ালের চুণকাম উঠে গেছে, বিছানা অপরিষ্কার এবং ছেঁড়া মসারিতে তালি দেওয়া, ছেড়া কাঁথায় মূত্রের গন্ধ, আঁলায় কাপড় গুলি ময়লা রকমের ও ছেঁড়া, সিন্দুক পেটরা বড় বেশী নাই, বাসন কোসন তদ্রূপ; কিন্তু ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কালিঘাটের ছবি এবং চড়ক ও রথের সময়ে বিক্রীত পুতুল এবং সোলার ফুল দিয়া ঘর সাজান থাকে।

ছোট কেরাণীর ছেলে মেয়ের অবস্থা কেমন? শিশুকালে অন্যের ছেলে যে সময় ঝির কোলে মানুষ হয়, কেরাণীর ছেলে ধূলা কাদা মেখে আর কেঁদে কেঁদে কাটায়। গায়ে মুখে ধূলা

মাথা, গায়ে আবার নানান রকম দরাণী, হাত দুটী অপরিষ্কার; হাঁটুতে কাদা মাখা, চুলগুলি আঁচড়ান নয় তাতে আবার হয়ত দুই একটা জটা। মা রসুই ঘরে কিম্বা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত, ছেলেটী ঘুমে থেকে উঠিল, মাকে না দেখতে পেয়ে কান্না জুড়ে দিলে। মা হেঁসেলে, বুড় ঠাকুরমা আহ্নিক করিতে বসেছেন, বিধবা পিশিমা নিরামিষ রসুই করিতেছেন, ঝি বাজারে গিয়াছে, বড় পুঁটী ঘোষেদের বাড়ী খেলা করতে গিয়াছে, ছেলে বিছানা থেকে তোলে কে? ছেলেটা কেঁদে কেঁদে আর আছাড় পিছাড় খেয়ে ধুপ করে তক্তাপোষ থেকে পড়ে গিয়ে ককাইয়া উঠিল। মা কি আর থাকতে পারেন? "পোড়া সংসারে আগুন লাগুক, পোড়ার মুখো কোথা গিয়ে বসে রহিল; ছেলেটাকে একটু ধরতে নেই, কাঁড়ি গিলতে হবে না, পুঁটি পোড়ার মুখী বুঝি মরেছে, এইরূপ নানা প্রকার গালাগালি দিতে দিতে ছেলে-টাকে তুলে আনিয়া মাই মুখে দিলেন, হয়ত রাগে একটা চাপড় বসাইয়া দিলেন। ছেলে বেচারার অপরাধ কি? খোকা শান্ত হলো, এখন "মাধু" (৬ বৎসরের ছেলে) এক জন নিচুওয়ালাকে ডেকে বসেছে, গোটাকতক নিচু হাতে করে প্রফুল্ল মুখে উৎ-সাহের সহিত এসে বলিলেন মা নিচু কিনে দে না, ভাল নিচু ৪ টা করে পয়সার। মারও প্রাণ উড়ে গেল, চারি পয়সা নিচু না কিনিলে আর সকলের কুলাবে না, বাজারের পয়সা ভেঙ্গে কত হবে? "ছি বাবা ও কাঁচা নিচু খেলে ব্যাম হবে, ফিরিয়া দাও গে।" 'হাঁ আমাকে বুঝি ভুলাচ্চ, আমি এই নিচুই খাইব" বলিয়াই ছেলে কান্না আরম্ভ করিল। "আরে পোড়াকপালে

"এবি আর কোথা থেকে? তোদের কি খাবার কপাল?" এই বলে মরি মরি করে দুটা পয়সা ফেলে দিলেন। মাধু হাস্‌তে হাস্‌তে নিচু কিনে আনিল, আর মা আপনার কাজে নিযুক্ত রহিলেন; খানিক পরে বড় খুকী ২॥ বৎসরের মেয়ে, উঠানে খেলা করিতে করিতে একেবারে হঠাৎ চোক কপালে তুলেছে মাধু বলে উঠিল, মা দেখ বড় খুকী এক মজা করিতেছে, মার তো দেখেই প্রাণ উড়ে গেল। "ওমা কি সর্ব্বনাশ হলো গো" বলে মেয়ে কোলে করে নিয়ে দেখেন যে মেয়েটার গলায় নিচুর আঁটি আট্‌কে গিয়েছে আঙ্গুল দিয়ে বাহির করে ফেলে মুখে জল দেন, তবে মেয়েটা বাঁচে।

শিশুকাল গেলে লেখা পড়ার সময় উপস্থিত। ছেলেত স্কুলে যায়, কিন্তু জুতা থাকেত, কাপড় থাকে না; মাহিনা সময়ে যোটে না, সকল বইয়ের যোগাড় হঠাৎ হয় না, ছেলে যদি বড় বুদ্ধিমান্ হয়, তবেইত প্রবেশিকা দিয়ে লেখা পড়া শিখে। অধিকাংশ ছেলেই "টটামটি" শিখে আফিসে এপ্রেণ্টিস্ হয়, অনেক কষ্ট এবং অনেক খোষামোদ করে কুড়ি টাকা বেতনের এক কর্ম্ম জোটায়। চাকুরির আগেই মা বাপ বিবাহ দিয়ে বসেছেন, হয়ত নাতির মুখও দেখে সুখী হয়েছেন, আর বিবাহ না দিলেই বা কি করেন? বিলম্ব করিলে ছেলে হয়তো ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বৈরাগী হয় নয়ত খ্রীষ্টান হতে যায়, নয়তো বিদেশে চলে যেতে চায়, আর নয়ত রাক্ষসীদের চরণ সেবা করিতে যায়। এইরূপে কেরাণীর দুঃখের স্রোত পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে। ইহার নিবারণের উপায় আছে বলিব কাজে কিছু হউক আর না হউক।

"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাঁকড়ার প্রাণ যায়।" কৃতবিদ্য রাজনীতি সংস্কারক ঘাটে, মাঠে, বাজারে, হলে, থিয়েটারে ইংরেজের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রস্থ বক্তৃতা করেন এবং আপনার কোটে বসিয়া বড় বড় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, আর সাহেবেরা তাইতে রেগে উঠেন। রাগ চণ্ডাল যাঁহার ঘাড়ে চাপেন তাঁহার আর জ্ঞান থাকে না, জ্ঞান হারাইয়া কি করিতে যে কি করেন, তাহার আর ঠিক থাকে না। যাঁহারা জ্বালাইয়া দেন তাঁহাদের ত কিছু করিতে পারেন না, তাই অধীনস্থ কোরণীদের উপরে যত ঝাল ঝাড়েন। "পরের কিছু কর্‌তে নারি, ভাঙ্গি ঘরের হাঁড়ি,"। পঞ্চানন ঠাকুরের ন্যায়পরতা, "তোর ছোট ছেলেকে বারণ করিবিত কর, নইলে বড় ছেলের ঘাড় ভাঙ্গিব।" গরিব কেরাণী বেচারার উপর চোট কেন? ইলবার্ট বিল উল্লেখ করে তাহাকে এত টিট্‌কিরি দেওয়া কেন? তাহার প্রোমোশন বন্ধ করিলে কি হবে? আপিসে কর্ম্ম খালি হলে বাঙ্গালীর কাজে ফিরিঙ্গী আনিলে কি ভাল বিবেচনা করা হয়? অবলা নিরীহ কেরাণী কিছুর মধ্যে নেই, "ভাত খায় কাঁসি বাজায়, রগড়ের ধার ধারে না"। কোন ক্রমে গোটা কতক টাকা নিয়ে, পরিবারকে মোটা ভাত মোটা কাপড় দিয়া জীবন কাটান তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বড় বড় বাবুদেরই বা বিবেচনা কি? এমন করে সাহেব ক্ষেপাইয়া গরিব চাকুরে লোকের কি প্রাণ বধ করিতে আছে? সাহেবের দোষ ক্রটীর কথা কি মিষ্টি করে বলা যায় না। সাহেবদের রাগাইলে কি হবে? তাহাদের হাতেইতো আমাদের অনেকের প্রাণ? তাহাদের না হইলে যে ঘরে লক্ষ্মীপূজা বন্ধ হয়ে যায়।

কেরাণী পুরাণ।

তাহাদের "ক্যাপিটাল" না খাটিলে কি দেশের উন্নতি হয়? না কারবার ভাল করে চলে? দেশীয় ধনত গহনা ও কোম্পানির কাগজে আবদ্ধ। গরিবদের ডান হাতের ব্যাপারটা চলে কিরূপে? সাহেবদের অনেক অন্যায় অবিচার আছে বটে, কিন্তু অমন করে ঝাল ঝাড়লে কি তাহার কিছু উপায় হবে, না আরও রোগের বৃদ্ধিই হইবে? বড় বাবুদের একটু ধৈর্য্য থাকিলে ভাল হয়। আগে কৃষি কার্য্য, বাণিজ্য, শিল্পের উন্নতি সাধন করা হউক, কুসংস্কার নিবারণ করা হউক, কেরাণীগিরি ছেড়ে অন্য উপায়ে উপার্জ্জন করিবার পন্থা স্থাপন করা হউক, তার পর ইংরেজের কতকটা সমকক্ষ হইয়া পলিটিক্যাল প্রিভিলেজের জন্য বাদানুবাদ করিবার যোগ্যতা জন্মিবে। আর তা নইলে "চরমের পদ অগ্রে" বলিলেই শতকোটী ভট্টাচার্য্যের মত চড় খাইতে হইবে। তাই বলি বাবুরা একটু ক্ষান্ত হও; আর কথা বাড়াইও না। কাকেই বলি, আর কে বা আমার কথা শুনে!

"ধনীর মাথায় ধর ছাতি—নিধনীর মাথায় মার লাথি" এইত সংসারের ব্যবস্থা, আফিস অঞ্চলে এই বিধিই চলে, এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইহার অনেকটা সম্মান রক্ষা করেন। ছোট কেরাণী প্রায়ই "প্রিভিলেজ লিভ" পান না। যদি বড় পীড়া হইলে কিম্বা অন্য কোন কোন বিশেষ কারণে পান, তাহা হইলে ছুটির মাহিয়ানা পাইবেন না, কিন্তু বড় বড় কেরাণীর উপর এ বিধি নাই। হায় রে খোঁড়ার পাই খালে পড়ে! বেচারা একে রোগের জ্বালায় জ্বালাতন, তাতে আবার উপরি খরচ, তার উপর আবার মাহিয়ানা বন্ধ; সহজেই মাহিয়ানা পাইতে এক দিন বিলম্ব

হইলে আঁধার দেখিতে হয়। তা আবার এমন রোগের সময় বেতন বন্ধ থাকিলে যে কি কষ্ট হয়, তা তিনিই জানেন আর ভগবান জানেন। গবর্ণমেণ্টের মনে একটু বিবেচনাও নাই, এবং ছোট কেরাণী বেচারার প্রতি দয়াও হয় না। শান্ত সুবোধ সং এবং নির্ব্বিরোধ কেরাণীর উপর কি কাহারও দয়া হয় না? এমন শান্ত শিষ্ট প্রজা গবর্ণমেণ্ট আর কোথায় পাইবেন? তবু ইহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিহীনতা কেন? বড় কেরাণীর ভুল চুক হইলে ভদ্র ভাবে লিখে তিরস্কার করা হয়, কিন্তু ছোট কেরাণীর ভুল হইলে স্পষ্টাস্পষ্টি মুখামুখী ধমকান হয়। প্রশংসা, বড় কেরাণীর; কিন্তু তিরস্কার আর গাধা-খাটুনী ছোট কেরাণীর। কর্ম্মখালি হইলে উপর শ্রেণীতে বাহিরের লোক প্রায়ই আসে না কিন্তু নীচের শ্রেণীতে প্রায়ই বাহিরের লোককে আনা হয়, পাঁচ বার নিরাশ হইয়া যদি একবার প্রোমোশন পান, তাহা হইলে নীচের কেরাণী আপনাকে ধন্য মনে করেন। ছোট কেরাণীর কাজ বড় কেরাণী হাতে করে লইয়া গিয়া সাহেবের নিকট বাহবা পান, কিন্তু কোন কসুর হইলে ছোট কেরাণীকেই বিপদে পতিত হইতে হয়। একবার একটী হাঁর স্থানে নার ভুল হইয়া একটা কেল্লা ভাঙ্গা গিয়াছিল, এই ভুল কত বড় বড় সাহেবের হাত দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গরিব নকলনবিস কেরাণীর কর্ম্মটী গেল। "বড় গাছে ঝড় লাগে" এ কথা আফিসে বড় চলে না।

কেরাণী গিরিতে বড় অর্থকষ্ট, কিন্তু এমন সৎপথ এ সংসারে আর দেখা যায় না। এখনকার কালে মিথ্যা কথা না কহিয়া এবং অল্প পরিমাণে প্রবঞ্চনা না করিয়া প্রায়ই কোন ব্যবসায় কি পেশা

চালান ভার হয়ে উঠেছে। কেরাণীগিরিতেই কেবল এই বিপদ নাই বলিলেই হয়, পরকাল বজায় রেখে ভরণ পোষণ চালাইতে হইলে কেরাণীগিরি ভিন্ন বোধ হয় অন্য কোন উপায় এত সহজ নয়। দুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া যদি ধর্ম্ম হারাইতে হইল, তবে গাড়ি, ঘোড়া, মান, সম্ভ্রম, সম্পত্তি অলঙ্কার বস্ত্রাদির প্রয়োজন কি? দুদিন পরেই ত সব রেখে যেতেই হবে, তবে আর ধর্ম্ম হারাইয়া নিঃসম্বলে পরকালে গিয়া কি হইবে?

পূজার সময়।

কেরাণীর বাটীতে পূজার সময় ধূম কেমন? বড় কেরাণীর বাড়ীতে বড় মন্দ ধূমধাম নয়; ছেলে মেয়ের ভাল ভাল কাপড় সাটীনের পিরাণ ইংরাজের বাড়ীর জুতা। গৃহিণীর বারানসীর বা অন্য কোন রকম ভাল শাড়ী, মাতাঘসা, আতর, পোমেটম অডিকলম ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য খরিদ করা হয়েছে। বাবুর নিজের নূতন কাপড় চোপড় ও নানা প্রকার সখের জিনিস কেনা হয়েছে, কেহ কেহ বা দুই দশ বোতল লাল পানিও সংগ্রহ করেছেন। কোন কোন বাবু পূজার ছুটীতে নানা প্রকার মজায় কাটাইবেন, সেই আমাদেই আছেন, কেহ বা দেশ দর্শনে যাইবার আহ্লাদে আছেন, ছেলে বুড় সকলের আনন্দ; কিন্তু ছোট কেরাণীর বাড়ী দুর্গোৎসবের ধূমে অন্ধকার। দুর্গোৎসব নয়, দুর্গাবিপত্তি। যে কটী মাহিনার টাকা পেয়েছিলেন তাত গত মাসের কতক ঋণ শোধে আর

সংসারের নিয়মিত খরচই গিয়েছে, সকল মহাজনকে এখনও থামান হয়নি, পূজার সময় সকলকেইত কিছু কিছু দিতেই হবে, কিন্তু টাকায় কুলায় না। এইত এক বিষম বিপদ, তার উপর আবার পূজার কাপড় না করিলেই ত নয়, ছেলে গুলো কেঁদে গড়াগড়ি দেবে। গৃহিণী নবপ্রসূতা সাপিনীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করবেন, মেয়ের শাশুড়ীত রক্ষা রাখবেন না। কি করেন, কোন দিকে আর কূল কিনারা না দেখে চখে যেন সরিসা ফুল দেখিতেছেন। পূজার সময় সকলেরই অধিক খরচ, কাহার কাছে বা ধার পাবেন? ভাবিতে ভাবিতে ভিতরটা যেন ধড় ফড় করতে লাগলো, আর গাটা যেন কাঁপতে লাগলো, আর বসিতে না পেরে ঘরের ভিতর গিয়া উপুড় হয়ে শুলেন। পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলো কেহ বা আধ আধ কেহ বা স্পষ্ট কথায় কাহার কেমন কাপড় হইবে, কাহার কেমন জুতা হইবে বলাবলি করিতেছে। একটা ছেলে বলে উঠলো, বাবা আমায় সাহেবের বাটীর বুট জুতা এনে দেবেন, মেয়েটা বলিল ঘোষেদের চপলার মতন আমার সাটিনের বাগ রা হবে, ছোট পুটী (এখন তার কথা ভাল ফোটেনি) বল্লে "বাবা অ।—অ।—"। ছেলেদের কথা কাণে যতই যাইতেছে, আর ততই তাঁহার যেন বুকে শেল বিঁধিতেছে; এমন সময় গৃহিণী ঘরে প্রবেশ করিলেন। ওকি উপুড় হ'য়ে শুয়ে রয়েছ কেন? আজ ষষ্ঠী এখনও কাপড় আনিলে না, বাছাদের ত আর থামিয়ে রাখিতে পারি না। বাবুজি কাঁপিতে কাঁপিতে মৃদুস্বরে বলিলেন, কাপড় কিনিবার কি হবে, টাকাত কোন খানে ধার পেলুম না। এই শুনেই গৃহিণী তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন। তাঁহার চোক

ঘোরাণির ভঙ্গি দেখে কে? "অমন মিষ্টি কথায় আমি ভুলিনে যেখানে পাও সেই খান থেকে এনে দাও। এমন যদি দশা তবে হাতে সূতা বেঁধে আমোদ করে বে করিতে গিয়াছিলে কেন?" এই রূপে গৃহিণী ত কত প্রকারে তিরস্কার করিলেন, বাবুজি একেবারে নিরুত্তর। অনেকক্ষণ পরে ঠাকুরাণীর একটু রাগ পড়ে গেলে বলিতে লাগিলেন, তোমাকেই বা কি দোষ দেব, সকলি আমার পোড়া কপালের দোষ; তুমিত চাক্‌রিও কর, মদ গাঁজাও খাও না, বাজে খরচও কর না। "স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে সন্তান" তা তোমার ভাগ্য ত ফলেছে, আমারি ভাগ্য ফলে নাই। সে যাহোক পূজার কাপড় আর, তত্ত্ব করা চাইই চাই। কথায় বলে "যাক প্রাণ থাক মান" আমার এই বালা দু'গাছা নিয়ে বাঁধা দিয়ে ত এখন খরচ চালাও; পূজার পরে উদ্ধার করে দিও।—বলি ঠাক্‌রুণ, আমার একটী কথা শোন, বালা উদ্ধারের আর নাম করো না, তোমার কোন্ গহনা খানি বাঁধা পড়ে আবার ঘরে ফিরে এসেছে? আজ অবধি কাঁচের চুড়ী সার কর। একি দুর্গাবিপত্তি নয়?

কেরাণীর এক দিকে যেমন দুঃখ অপর দিকে তাহার সুখও আছে! ক্ষুধায় আহার, অনায়াসে নিদ্রা এবং ধর্ম্ম পথে বিচরণ অপেক্ষা আর কি সুখ আছে? ধন্য ভগবান, তিনি কঠিন পাথর ভেদ করিয়া শীতল এবং সুস্বাদু জল বাহির করেন। কেরাণীর অর্থ কষ্ট নিবারণ হয়, অথচ ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, এমন সকল উপায় আছে, ক্রমে বলা যাইবে।

ছোট কেরাণীর মৃত্যু।

—:০:—

দুই তিন দিন অল্প অল্প জ্বর হয়েছে, তবু আপিষে যাওয়া হইতেছে, না গেলে যে রোজ কাটা যাবে। কেরাণীর মাহিনা কাটা গেলে হয় ১৫ দিনের বাজার খরচ কমে যাবে। তিন দিনের দিন বৈকাল বেলা কাজ করিতে করিতে ঘাড় মুড় ভেঙ্গে জ্বর এল, আর বসিতে পারিলেন না। তামাক খাবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়িলেন, আপিষের ছুটী হলে একখানা পালকী করে বাড়ী উপস্থিত হলেন। ছোট ছেলে মাধু সদর দরজায় খেলা করিতে ছিল, বাবাকে পালকি করে আসিতে দেখে বড় খুসী হয়ে দৌড়ে গিয়ে মার কাছে বল্লে, মা! বাবা আজ বড় মানুষ হয়েছেন, মিত্রদের কর্ত্তা বাবুর মতন পালকী ক'রে ছুটী থেকে এসেছেন। পালকির কথা শুনে মার প্রাণ উড়ে গেল, তবেত বড় অসুখ হয়েছে; নইলে পালকি করে এলেন কেন? আর ভাড়ার পয়সাই বা কোথা পাই? মাসকাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বাজার খরচই নাই, তার উপর আবার রুগীর সেবা। এ দিকে ত বেহারারা ধরাধরি করে কর্ত্তাকে শুয়াইয়া আসিল। কর্ত্তা বড় পাকা লোক বহুদর্শী, আপিষ হতে আসিবার সময় দরওয়ানের কাছে চারি পয়সা সুদে চারিটা টাকা ধার করে এনেছিলেন। ঘরে যে কিছু নাই তাহা তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল। গিন্নী

হোসেল থেকে তাড়াতাড়ি এসে কর্ত্তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, যে "ধান দিলে বেঁন খই ফুটে।" বড় ছেলেটী বৎসর চোদ্দ বয়সের; বাবার বড় জ্বর দেখে ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের বাড়ী দৌড়ে গেল, কিন্তু ডাক্তার বাবু ঘরে নাই; আবার রাত্র নয়টার সময় গেল, কিন্তু তিনি এলেন না। গরিব পেসেণ্টের বাড়ী হতে ডাক্ এলে ডাক্তার বাবুদের বড় গা ঘামে না। নগদ ফি দেবার ভয়ে আর অন্য ডাক্তার ডাকা হলী না; সে রাত্রি বিনা চিকিৎসায়ই গেল। পরদিন বেলা একটার সময় ডাক্তার বাবু এলেন। রোগীকে দেখেই ত আক্কেল গুড়ুম। হাই ফিবর হয়েচে এবং তার সঙ্গে কমপ্লিকেসন। চটে উঠে বলিলেন, আগে ডাক্‌তে নেই? বাঙ্গালিরা বড় খারাপ, পীড়া খুব না বাড়িলে আর চিকিৎসা করায় না। বলি ডাক্তার বাবু! মিছে তিরস্কার করেন কেন? গরিব লোক কি আপনাদের সহজে ডাকিতে পারে? না ডাকিলেই সহজে পায়?

দেখিতে দেখিতে পীড়া খুব বেড়ে উঠিল। রক্ষা পাবার আশা প্রায় নাই। যে টাকা কটি ধার করে আনা হয়েছিল, খরচ হয়ে গেল। চিকিৎসা চলা ভার হয়ে উঠিল, কেরাণীর আত্মীয় কুটুম্ব প্রায়ই কেরাণী; সুতরাং বিপদ বা অর্থকষ্টে পড়িলে সাহায্য করিবার লোক প্রায়ই পাওয়া যায় না; দুই এক জন ধনী কুটুম্ব থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা কোন সংবাদ লন না। গরিবের বড় মানুষ সুবিধা প্রথমতঃ মনের মিল হয় না; দ্বিতীয়তঃ লৌকিকতা রাখিতে গিয়া গরিব মারা যায়; ক্রমে আট দশ দিন চলে

গেল। পীড়াটা যেন একটু কমে এল; আর ডাক্তার বাবুও এর আশা দিলেন। কিন্তু এগার দিনের দিন হঠাৎ বেড়ে উঠিল। ১০৫ ডিগ্রি জ্বর, আর তার উপর উপদ্রব। বড় মানুষের ব্যামো নয় যে অনেকে রাত জাগিতে আসিবে; গরিবের খবর কে বা লয়? পাছে কিছু দিয়ে সাহায্য করিতে হয় এই ভয়ে পাড়া প্রতি বেসী এবং সকল আত্মীয়রা বড় ছোঁ। যা দেয় না। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দুই প্রহর হইল; জ্বর একেবারে কমে গেল; বিল বিল করে ঘাম বাহির হইতে লাগিল, চক্ষু কপালে উঠিল। তাড়াতাড়ী করে তক্তাপস হইতে যেই নাবান, অমনি একটী কি দুটী খাপি খাওয়া আর মৃত্যু। কর্ত্তা যে আর নড়েন না। ওগো আমার কি হল।—বলে গিন্নি উপুড় হয়ে পড়েই অচেতন। মা ঠাকুরাণী, "বাবা! তোমার বুড়া মাকে কি ফেলে গেলি" বলেই অজ্ঞান; "বাবা আমায় কাকে দিয়া গেলে গো" বলে বিধবা কন্যা চীৎকার করে সংজ্ঞাবিহীন। বড় ছেলেটী একবারে অবাক্! সেই কাল রাত্রের কথা কে বর্ণন করিতে পারে? এদিকে ত এই দৃশ্য, ও দিকে পাশের ঘরে বুড়া ঝির কাছে ছোট বড় সাতটী ছেলে মেয়ে ঘুমাতেছিল, একেবারে সকলে কেঁদে উঠে বাবার ঘরে এসে দেখে, যে বাবা মেজের পড়ে, আর মা, ঠাকুরমা আর দিদি তিন দিকে তিন জনে পড়ে আছে। ছয় বৎসরের মেয়েটা দৌড়ে গিয়া বাবার গলা জড়াইয়া বলিতে লাগিল,—বাবা তুমি অমন করে শুয়ে কেন? একটা কথা বল না, ওরা অমন করে পড়ে আছে কেন? দাদা! বাবার কি হয়েছে বল না? বাবা! একবার কথা কও না।

খানিক পরে সকলের জ্ঞান হল; কণ্ঠ কাল অবাক হয়ে থেকে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কান্না শুনে কার বুক না ফাটে? আর কার চক্ষে জল না আসে? গিন্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ওগো তুমি আমায় কার হাতে সোঁপে দিয়ে গেলে গো? আমাদের মায়া একেবারে কেমন করে ভুলিলে গো? আর আমাদের মুখ পানে কে চেয়ে দেখিবে গো? কাল খাবার চাল ঘরে নেই। আমার অবগণ্ড ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় যাব গো? ওগো তোমার বড় মেয়ের বিবাহের সময় বাড়ী বাধা দিয়ে ছিলে; এখন যে ওদরান হয় নি গো; পাছে আমাদের কষ্ট হয় বলে তুমি যে হেঁটে কুটি যেতে গো; বড় মেয়ের এমন দশা হওয়া অবধি তুমি যে আপিসে জল খাবার না খেয়ে তার সংস্থান কচ্ছিলে গো, তুমি যে আমাদের আস্ত কাপড় পরাইয়া আমাদের ছেঁড়া কাপড় পরিতে গো, এত মায়া কেমন করে এক বারে ভুলিলে গো!" এরূপ করে যে কত কান্না কাটা হল, কে লিখে উঠিতে পারে? এত বড় মানুষের মৃত্যু নয় যে কান্না সিকেয় তুলে রেখে মাল খানার চাবি দেবার ধুম লেগে যাবে। রাত ত প্রায় শেষ হয়ে এল। মড়া ত ঘাটে নিয়ে যেতে হবে, সংকারের টাকা নাই; নিয়ে যাবার লোক নাই। বড় মানুষকে নিয়ে যাবার লোক অনেক যোটে; কিন্তু গরিবকে কাঁদে কে করে? লাভও নাই প্রশংসাও নাই। ঘাটে কামানের সময় নূতন কাপড় পাইবারও আশা নাই। কাল রাত্রি পোহাইল। মড়া ঘাটে নিয়ে যেতে হবে, কেমন করে টাকার

যোগাড় হয়? বাজারের টাকা ভাঙ্গানি পয়সা রাখিয়া গিন্নি দুইটি টাকা জমাইয়া ছিলেন। সেই টাকা দুটি বাহির করিলেন, আর খুকীর কানের মাকড়ি আর খোকার পায়ের মল খুলে নিয়ে বাঁধা দিয়ে টাকার যোগাড় হইল। খুকী কি মাকড়ি খুলিতে দেয়? কত কাঁদিতে লাগিল; আর আধ স্বরে বলিল, মা তুই যদি অমন করিস্, বাবাকে বলে দিব। টাকাত সংগ্রহ হল। লোক কোথা পাওয়া যায়? বড় ছেলেটি আর একটী সহৃদয় প্রতিবেশী অনেক কষ্ট করে লোক জোটালে। প্রায় বেলা আটার সময় কেরাণীর গঙ্গা যাত্রা হইল।

উদ্ধারপর্ব্ব।

—○○—

কেরাণীর দুঃখের কথা এমন স্পষ্ট করিয়া বলিলাম যে, হয় ত অনেক কেরাণীর মনে কষ্ট হইল ও কেহ কেহ রাগিয়াও গেলেন

যার জন্য করি চুরি, সেও বলে চোরা হরি” কেরাণীদের মনে কষ্ট দেওয়া কিম্বা তাঁহাদের ঘরের হাড়ি হাটে ভেঙ্গে আমোদ করা এই পুরাণের উদ্দেশ্য নয়; কেরাণীর কষ্টের কথা প্রকাশ করে বড় লোকদের দয়া উদ্দীপন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের উন্নতি সাধন জন্য যেমন সভা আছে কেরাণীদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য সেইরূপ একটী সভা চাই: কারণ কেরাণীর অবস্থা ভাল করা অল্প কাঠ খড়ের কর্ম্ম নয়। কতকগুলি সহৃদয় উন্নতমনা, পরদুঃখ কাতর, ত্যাগস্বীকারশীল কৃতবিদ্য লোক প্রাণ মন দিয়া কেরাণীর অবস্থা উন্নতির ব্রত গ্রহণ করিয়া পরিশ্রম করিলে ১০।১৫ বৎসর পরে কিছু ফল ফলিতে পারে। এই সভা কিরূপ হইবে, ক্রমে বলিতে চেষ্টা করিব কিন্তু উক্তরূপ লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? আপনাকে ভুলে পরের মঙ্গলে উদ্যোগী থাকিবার লোক আমাদের দেশে কত পাওয়া যায়? কেরাণীর উদ্ধার ব্রতে বড় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই, আর গায়ের ঝাল মিটিয়ে ইংরাজকে গালি দেবার বড় সুবিধা নাই। এমন অবস্থায় কেবল পরোপকার করিবার জন্য কয়জন অগ্রসর হইতে পারেন? যে কয়েকটী দেশহিতৈষী লোক আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ অবলম্বিত ব্রত সাধনে এমন ব্যস্ত, যে তাঁহাদের কেরাণীর বিষয় ভাবিবার সময় নাই। নূতন লোক চাই, যাঁহাদের হৃদয় আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, ধৈর্য্য আছে, এবং সহিষ্ণুতা আছে। “গান শুনিতে ইচ্ছা করে, ভিক্ষা দিতে প্রাণ পোড়ে”। রিফর্মার হবার সাধ হয় কিন্তু প্রকৃত রিফর্মার হওয়া বড় কঠিন। আপনাকে একেবারে

হারাইতে হয়, কত বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, কত কষ্ট ক্লেশ সহন করিতে হয় এবং সেই সকলের উপরে যাঁহাদের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করা হয় তাহারাই আবার অত্যাচার করে, কত গালাগালি দেয়, চোর বলে, জুয়াচোর বলে এবং কত রকমেই অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে। যিনি কেবল ভগবানের মুখ পানে চাহিয়া পরসেবা করিতে পারেন, তিনি দেশহিতৈষী বা দেশ সংস্কারের নাম গ্রহণ করুন! নতুবা হয় হমবাগ্ নয়ত মিসানথ্রোপ হইতে হইবে। কেরাণীরা নিজের চেষ্টায় যতটুকু উন্নতি সাধন করিতে পারেন অপাততঃ ততটুকু করিতে চেষ্টা করুন, আপনার কাজ আপনি না করিলে অপরে কি সহজে সাহায্য করে? বিবাহে ও লোক লৌকতার খরচ কমাইতে পারিলে কেরাণীর অনেক কষ্ট নিবারণ হইতে পারে।

আয়োজন ও প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যের দরের কম বেশ হয়। সংসারের সকল প্রকারের কারবার ও পেসা এই নিয়মের অধীন। কেরাণী যদিও ব্রহ্মার বরপুত্র, কিন্তু এ নিয়মের অতীত নহেন। স্কুল এবং কলেজ হইতে যতই কেরাণীর আমদানী হইতেছে, ততই হাটের দর কমিতেছে, জিনিষের আদর যাইতেছে। সেকেলে কেরাণী লেখা পড়া না জানিয়াও যেরূপ সম্মানের সহিত চাকরি করিয়া গিয়াছেন, এখনকার কেরাণী সুপরিচ্ছদধারী এবং কৃতবিদ্য হইয়াও তাহার দশাংশের এক অংশের সম্মান বা আদর পান না। এক সময়ে কেরাণীগিরি অতি সুখের পেসা ছিল, নতুবা ধোপা নাপিত কামার কুমার চাষা তাঁতি সকলেই আপন আপন ব্যবসায় ছেড়ে কেরাণীগিরিতে

একদিকে কেরাণীগিরিতে প্রবেশ করা কঠিন করিতে হইবে, অপর দিকে দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিল্প কার্য্যের বাংসরিক প্রদর্শনী স্থাপন করা আবশ্যক এবং উৎকৃষ্ট কারিগরদের পারিতোষিক দেওয়া চাই। দেশীয় দ্রব্য সকল অধিক পরিমাণে যাহাতে ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এ বিষয়ে অনুকূল। তাঁহারা এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন, পবলিকওয়ার্ক এবং অন্য অন্য বিভাগে দ্রব্য প্রয়োজন হইলে দেশীয় দ্রব্য পাইলে আর বিদেশীয় দ্রব্য খরিদ করা হইবে না। সাধারণে যাহাতে এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করেন, তাহার বিধিমত চেষ্টা চাই। আমাদের কৃত-বিদ্য লেখক, সম্পাদক ও বক্তারা এই বিষয়ের উপকারিতা সাধারণকে অনেক পরিমাণে বুঝাইয়া দিতে পারেন। ভদ্রলোকের ছেলেদের শিল্প বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল ছাত্রেরা আপনাদের পার-দর্শিতা এবং সচ্চরিত্রের প্রতিষ্ঠাপত্র লাভ করিলে যাহাতে তাহারা নিজে নিজে কারবার করিতে পারে তাহার জন্য তাহা-দিগকে বিশেষ সাহায্য দান হয়, যথাযোগ্য জামিন লইয়া তাহাদিগকে মূলধন (ক্যাপিটাল) কর্জ্জ দেওয়া হয়, এই উদ্দেশে সাধারণ ভাণ্ডার (ফণ্ড) প্রয়োজন এবং ধনী লোকের সহানুভূতি আবশ্যক। কিন্তু এই সকল বিষয়ে ধনী লোকের সাহায্য পাওয়া বড় সহজ নয়। যাঁহারা দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না, টানাটানির মহলে বাস করেন না, অভাবের আস্বাদন পান নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে গরিবের প্রতি দয়া উদ্রেক করিয়া দেওয়া

বড় দুরূহ। রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করা পুষ্করিণী খনন করা, দেবালয় স্থাপন করা, শ্রাদ্ধের সময় কাঙ্গালি বিদায় করা, অতিথিশালা স্থাপন করা, বড় লাট ছোটলাট এবং অন্য কোন বড় লোকদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য চাঁদা দেওয়া, এই সমস্ত কাজ ধনী লোকেরা বুঝিতে পারেন। ইহাতে ধর্ম্ম, প্রতিষ্ঠা ও রাজদ্বারে সম্মান আছে, কিন্তু দেশের গরিব ভদ্রলোক এবং সামান্য লোকদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য অর্থ দান কিম্বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্য দান করা কেমন করিয়া তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন? গরিব লোকদের অনেক কাল পরে ভাল হইবে এই জন্য কি তাঁহারা বিলাতি জিনিষ না কিনিয়া অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করিবেন, না গরিব ভদ্র লোকের ছেলে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে বলিয়া টাকা ধার দিয়া পথ খুলিয়া দিবেন? এরূপ প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। সাধারণ ভাবে যদিও এই সকল কথা ধনীদের উপর খাটে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন উন্নতমনা এবং সহৃদয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের সহানুভূতি অল্প চেষ্টা করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। বিদ্যা বুদ্ধি এবং সহৃদয়তা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই এসকল বিষয় ক্রমে সহজ হইয়া আসিবে। এই সকল বিষয়ে সাহায্য করিলে রাজা যদি কোন সম্মান ও পদ দেন, তাহা হইলে ধনীদের আরও উৎসাহ হইবে। কেবল ধনীদেরই বা প্রত্যাশা কেন? প্রত্যেক ভদ্রলোক যদি বৎসর একটী করে টাকা দেন, তাহা হইলে এত অর্থ সংগ্রহ হয়, যে সমাজ সংস্কারকেরা আপাততঃ কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। ভগবানের কৃপার স্রোতে নৌকা

ছাড়িয়া দিয়া কসে দাঁড় বাও, ক্রমে কূলে পৌঁছিবে। তাহার উপর নির্ভর করে এবং আপনাদের প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে কাজ করিলে কোন্ কাজ না সিদ্ধ হয়? ধৈর্য্য অবলম্বন করে কাজ কর, সফল—যত্ন হইবেই হইবে। যতই কেন ইংরাজ জাতিকে গালা-গালি দাও না, তাহাদের মত ধৈর্য্য ও কার্য্যদক্ষতা না শিখিলে দেশের ভাল হবে না। কেবল কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না।

আমাদের কান্নার জল কি চোখেই মিলাইয়া যাইবে, মনের দুঃখ কি মনেই থাকিবে? কেন আমি ত অরণ্যে রোদন করিনি, সংবাদ পত্রে আমার মন দুঃখের কথা বলিয়াছি এবং পুস্তকা-কারেও ছাপাইলাম। কেরাণী ভাইদের লুকান দুঃখের সংবাদ যত পারিলাম প্রকাশ করিলাম, এত ফুটে বলিলাম, যে কেহ কেহ চোটে যাবেন। কেরাণীর দুঃখে আমার বুক ফাটে বলে তাই মুখে এত বোল ফোটে। কেমন করে কেরাণীর দুঃখ নিবারণ হইতে পারে, সে বিষয়েও কতক কতক বলিয়াছি এবং আরও বলিবার আছে, কিন্তু হায় কেহ কি আমার কথায় কান দিবেন না? বড়মানুষেরাও শুনিবেন না, দেশসংস্কারকেরাও শুনিবেন না? সংবাদ পত্র লেখকেরাও শুনিবেন না ভাল, দেশের এত ভদ্রলোক কেরাণীগিরী করে খায়, তাহাদের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে দুঃখ বাড়িতেছে, এ বিষয়ের একটা উপায় করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া এবং সদুপায় উদ্ভাবন করা দেশসংস্কারক মহাশয়-দের কি ভাবিবার ও বলিবার বিষয় নয়? সাধারণ জনসমাজকে শিক্ষা দিবার ভার যে সংবাদ পত্রের হস্তে একথা তাঁহারা কেন ভুলিলেন? অধিকাংশ কেরাণী, মেয়ের হদ্দ, তাঁহারাত আপনা-

দের বিষয় আপনি ভাবিতে জানেন না ও ভাবিতে পারেন না এবং পারিলেও নিতান্ত নিরুপায়। "অন্নচিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নাই জীয়ন্তে মরা" মরা মানুষ কি আর ভাবতে পারে, না কিছু করিতে পারে? যাঁহারা দেশের দুঃখ মোচন করিবার ভার লইয়াছেন, তাঁহারা যদি আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর উপায় কি? আমার মতন লোক কি করিতে পারে? একে মূর্খ মানুষ তায় নিতান্ত ঘরের খয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে যে এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন ক'রে, ধনী ও কৃতবিদ্যের দ্বারে গিয়া হাতে পায়ে ধরে কোন একটা উপায় করিব, তাত আর আমি পারি না; আমার কথাই বা কে শুনিবে? আমার ভূঁড়ি নাই, ভাল চেহারা নাই, সোনার মোটা চেন নাই, গাড়ী নাই, বিদ্যা নাই, প্রখর বুদ্ধি নাই, বক্তৃতাও করিতে জানি না। ভেকে ভিক্ষা, তা ভেক নাই, কেবল হৃদয় আছে কাঁদিবার জন্য। কিন্তু দুঃখীর কান্না কে শোনে! যখন সুরেন্দ্র বাবু জেলে গেলেন, তাঁহার পরিবারের কান্না নিবারণের জন্য কত লোক কত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন কিন্তু একজন সিপাই যখন বীরত্ব প্রকাশ করে আপনার দেশ রক্ষার্থ মরে, তার দুঃখিনী স্ত্রীকে কে সহানুভূতি করে পত্র লেখে?

কেরাণী ভাই, ভাল আপনাদের বলি আপনারা ত নিতান্ত নির্ব্বোধ নন। আপনাদের মধ্যে কত কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান সহৃদয় লোক আছেন। ভাই, আপনারা আপনাদের দুঃখ নিবারণের বিষয় একটা কিছু করুন। দেশ যে উচ্ছন্ন যায় আর কত দিন ঘুমাইবে? "যার বে তার খোঁজ নাই, পাড়া পোঁড়সির ঘুম নাই।"

করিলে কি হয়? উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন। দুজন দশজন লোক কোমর বেঁধে ভগবানের নাম করে দাঁড়াইলে যে কিছু হবে না এমন মনে করিও না। সাধু কার্য্যের ভার ভগবান আপনি গ্রহণ করেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই কেরাণীর দুঃখ ভার বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কি জানিতে পারিতেছেন না? আপনারাত কোন ক্রমে দুবেলা আঁচাইয়া কাল কাটাইয়া গেলেন, কিন্তু ছেলেদের দশা কি হবে, তাহা কি কিছু ভাবিলেন? তাহারা কি কেরাণীগিরি করে খেলে আর ভদ্র সমাজে থাকিতে পারিবে? না, তাহাদের মধ্যে সকলেই চাকরি পাবে? মরিবার সময় ধনের মধ্যে ত একটী বিধবা স্ত্রী, আর গুটীকতক নাবালক ছেলে, আর অবিবাহিত মেয়ে রেখে আপনি যাইবেন, মাসকাবারের শেষাশেষি মরিলে পোড়াইবার কড়িও থাকিবে না। তবে কোন্ সাহসে চুপ করে বসে আছেন। হৃদয়কেই বা কি বলে প্রবোধ দিতেছেন? আর ভগবানকেই বা কি বলে জবাব দিবেন? আপনাদের মধ্যে যাহারা বেশী মাহিনা পান, তাঁহাদের কষ্ট নাই একথা সত্য বটে; কিন্তু ভাই কয় জন আপনাদের মধ্যে এরূপ অবস্থার লোক? বড় কেরাণী ভাই, আপনাদের বলি, আপনারা একটু মনযোগ করুন, আপনাদের চরণে ধরে বিনয় করে বলিতেছি, আর ঘুমাইবেন না, আপনারা কেরাণীদের দলপতি; আপনারা মনে করিলে অনেক কাজ করিতে পারেন। সৎকার্য্যের অল্প আরম্ভও ভাল, আরম্ভ করুন, ভগবান আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনারা যদি একটু উৎসাহ দেন হৃদয় খুলে আমি অনেক কথা বলিতে পারি

এবং আপনাদের চক্ষ ভলে ব'সে, কাটবিড়ালীর সাদর বাবার মতন কিছু কিছু সাহায্যও করিতে পারি।

যতই কেরাণীদের বিষয় ভাবি ততই বুক ফাটে, আর কান্না ছোটে। ভাবি বংশীয় কেরাণীদের কি দশা হবে তাহা ভেবে উঠা যায় না। এখনি ত চাকরি জোটা ভার একটা কর্ম্ম খালি হইলে দুই শত দরখাস্ত পড়ে, কত "বি এ" উপাধিধারী বড় বড় লোকের সই সুপারিশ লইয়া একটী ৩০৲ টাকার বেতনের চাকরি বাগাইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। "এল এ" বা "বি এ" উপাধিধারী না হইলে আপিসে এপ্রেণ্টিস হইয়া প্রবেশ করিতে পারিবার উপায় নাই। তাই কি আবার প্রবেশ করিলেই কর্ম্ম হয়? কত খোসামোদ করিতে হয়, কত ধমকানি খেতে হয়, এরূপ করে যদি দুই বা তিন বৎসর ঘরের পয়সায় খেয়ে পোরে এবং বাড়ী ভাড়া দিয়ে থাকিতে পারে, তবে অনেক কষ্টে ২৫।৩০ টাকার বেতনের চাকরি লাগিতে পারে। এই কটী টাকায় ন্যায্য খরচ চলাই ভার, তার উপর আবার মনের উচ্চ ভাব এবং রুচির কিছু কিছু রক্ষা করিতে হয়। সংবাদ পত্র খানি না পড়িলে চলে না, একটী ঘড়ি না রাখিলে সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারা যায় না, নিদেন মাসের মধ্যে এক দিন করেও ইংরাজিতর খানা না খাইলেই নয়, নতুবা ইংরাজি পড়াই বৃথা হইয়া যায়। স্ত্রীকেও কারপেট বুনিবার জন্য উল এবং পড়িবার দুই এক খানা বই মাঝে২ কিনে দিতে হয় এবং অঙ্গ পরিষ্কার রাখিবার জন্য সাবান আর চুল বাঁধিবার জন্য "হেয়ার অয়েল", পিন এবং জালও কিনে দিতে হয়, এত লেখা পড়া

শিখে ও উন্নত ভাব উপার্জ্জন করে এইরূপ না করিলে কেমন করেই বা একজন কৃতবিদ্য যুবা কেরাণীর চলিতে পারে? কৃত-বিদ্যেরত এই দশা অর্দ্ধ শিক্ষিতদের দুঃখেত শিয়াল কুকুর কাঁদে, কাজ প্রায়ই জোটে না, বাপ পিতামহের যদি কিঞ্চিৎ সংস্থান থাকে সেই টাকা লইয়া কিম্বা স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়া দরজির দোকান বা মণিহারির দোকান করে কম বেশী ১০। ১৫ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে; আর নয়ত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদক হয়ে উদারান্ন উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। সংবাদ পত্রে যে কত লাভ এবং সুবিধা, কাগজওয়ালামাত্রেই মনে মনে জানেন, স্পষ্ট করে বলে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই। কেরাণীগিরির এইত দশা, তার উপর আবার ফি ইউনিভারসিটি হইতে বৎসর, বৎসর প্রায় নানা প্রকারে দুই তিন হাজার যুবক বাহির হইতেছেন, ইহার মধ্যে প্রায় পনর আনা ছেলের কেরাণী-গিরি লক্ষ; এক দিকে "মাস এডুকেশন"—সামান্য লোককে শিক্ষা দান, অপর দিকে "ফিমেল হাই এডুকেশন" চারি দিকে আরম্ভ হইয়াছে। অতি অল্প কাল মধ্যেই এই দুই চাপ দুই দিক হইতে আসিয়া কেরাণীর সর্ব্বনাশ করিবে। যেরূপ ভাবে মাস এডুকেশন দিবার কথা সংপ্রতি এডুকেশন কমিশন স্থির করি-য়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে অচিরাৎ সামান্য লোক অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা অধিক শিক্ষাও পাইতে পারিবে এবং অধিকতর সুখ স্বচ্ছন্দতায় কাল কাটাইতে পারিবে। কেরাণী ভদ্র লোক! যদি আপনাদের মর্য্যাদা রাখিতে চাও যদি সামান্য লোক অপেক্ষা সুখে থাকিতে চাও এবং তাহাদের অপেক্ষা

ছেলেদের উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও বা তাহাদের মেতা হইয়া থাকিতে চাও, তবে এই বেলা তাহার উপায় কর। কৃষিকার্য্য এবং শিল্প কার্য্য ও ব্যবসায় আপনাদের হস্তে গ্রহণ কর। আপনাদের পিতামহ বা প্রপিতামহের আমলে যেমন আপনাদের খাসে চাস হইত এখন আবার সেইরূপ চাস আরম্ভ কর, গ্রামের দশ জন মিলে উন্নত ভাবে এবং অধিকতর পরিমাণে ধান এবং অন্যান্য শস্যের চাষ কর, সাক সবজির বাগান কর, তেজারাং এবং ধান বাড়ি কর, দেশীয় কারিকরদের চাকর রাখিয়া নানাবিধ রকমের কারখানা কর। এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের উপযুক্ত হইবার জন্য নিজেরা কেহ কেহ ওয়ার্কশপে গিয়া কাজ শিক্ষা কর। কৃষিকার্য্য বিষয়ক পুস্তক পাঠ কর এবং কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করে ভদ্র লোকের ছেলেদের চাষ কার্য্য তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য উপযুক্ত কর। সময় থাকিতে যদি এরূপ চেষ্টা না কর পরে অনেক দুঃখ পাইতে হইবে এবং যে সামান্য লোকদের ছোট লোক বলে ঘৃণা কর, তাহাদের কাছে তোমাদেরই ছেলেদের সরকার বা কেরাণী হইয়া থাইতে হইবে।

সম্পূর্ণ।